বামন সংগীদের সাথে হেটেছি আমরাও

বন্যা আহমেদ

২৭ মার্চ, ২০০৫

তার মানে মাত্র ১২,০০০ বছর আগেও বিশ্বের একমাত্র বুদ্ধিমান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বলে দাবী করা মানুষ নামের প্রজাতিটি আসলে একা ছিলো না? তার মত আরও এক বা একাধিক প্রজাতির (species) মানুষ হেটে বেড়িয়েছে এই পৃথিবীর বুকে তারই পাশাপাশি! না আমি বিভিন্ন রকমের মানুষের কথা বলছিনা; সাদা , কালো, খয়েরী মানুষের মধ্যে পার্থক্যের কথাও বলছিনা - বলছি বিভিন্ন প্রজাতির মানুষের কথা। ভাবতেও যেনো কেমন অবাক লাগে, বানর (শিম্পাঞ্জী, গরিলা, গিবন ইত্যাদি) বা বিড়ালের (সাধারণ বিড়াল, বাঘ, সিংহ, লেপার্ড ইত্যাদি) মধ্যে যেরকম বিভিন্ন প্রজাতি দেখা যায়, ঠিক তেমনিভাবে মানুষের মধ্যেও একাধিক প্রজাতি একই সাথে বিরাজ করেছে - দেখতে একটু অন্যরকম, চাল চলনেও বেশ পার্থক্য, মস্তিষ্কের বা অংগ প্রত্যঙ্গের মাপও হয়তো অপেক্ষাকৃতভাবে ছোট বা বড়, প্রজাতির সংজ্ঞা অনুযায়ী এরা একজন আরেকজনের সাথে প্রজননেও অক্ষম কিন্তু আবার জেনেটিকভাবে বিচার করলে তাদেরকে মানুষেরই (আমরা এখন সাধারণত মানুষ বলতে শুধু *homo sapeins* ই বুঝে থাকি যা আসলে ঠিক নয়) আরেকটি প্রজাতি বলে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। বৈজ্ঞানিকেরা মানুষের আরেকটি এধরনের প্রজাতি আবিষ্কার করেছেন গত বছরের শেষ দিকে।

বামন মানুষের সম্ভাব্য প্রতিকৃতি
(National Geographic journal থেকে নেয়া ছবি)

ইন্দোনেশিয়ার ফ্লোরস (Flores) নামক জায়গার প্রাচীন গুহার মধ্যে ১ মিটার লম্বা ৭ টি বামন (Hobbit) মানুষের ফসিল পাওয়া গেছে। কার্বন ডেটিং থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী, মানুষের এই নব্য আবিষ্কৃত প্রজাতিটি মাত্র ১২,০০০-১৪,০০০ বছর

আগেও এই দ্বীপটিতে বসবাস করতো। ১২,০০০ বছর আগে এই দ্বীপে ভয়াবহ অগ্নুৎপাত ঘটে, বৈজ্ঞানিকেরা মনে করছেন তার ফলেই হয়তো দ্বীপের অন্যান্য অনেক প্রানীর সাথে এরাও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে যে তারা আমাদের হমিনিড (বিভিন্ন প্রজাতির মানুষ, *homo* এবং বানর মানুষ বা *ape man* কে *Hominid* গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়) গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদের চোয়াল এবং মস্তিষ্কের মাপ আমাদের মত আধুনিক মানুষের বা *homo sapiens* এর মত নয়। উচ্চতায় মাত্র ১মিটার কিন্তু হাতগুলো অপেক্ষাকৃতভাবে বেশ লম্বাটে যা থেকে মনে হয় তারা তখনও অনেকটা সময় হয়তো গাছে গাছেই কাটাতো। তাদের মস্তিষ্কের মাপ আবার অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে ছোট - মাত্র ৩৮০ কিউবিক সেন্টিমিটার (সিসি), যেখানে আমাদের বা আধুনিক মানুষের মস্তিষ্কের মাপ হচ্ছে গড়ে প্রায় ১৩৩০ সিসি। অথচ তাদের ফসিলের পাশে বেশ কিছু পাথুরর অস্ত্র পাওয়া গেছে যা কিনা শুধুমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণীর পক্ষেই বানানো সম্ভব।

বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন সম্ভবত অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া *homo erectus নামে* মানুষের আরেকটি প্রজাতির একটি দল এই দ্বীপে এসে বসবাস শুরু করে। হাজার হাজার বছর ধরে অত্যন্ত ছোট এই দ্বীপটিতে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করার ফলে তারা বিবর্তিত হতে হতে একসময় ভিন্ন প্রজাতিতে রুপান্তরিত হয়েছিল। তাদের ফসিলের আশে পাশে একধরনের বামন হাতী এবং কমডো ড্রাগন সহ অন্যান্য বেশ কিছু প্রানীর ফসিলও পাওয়া গেছে।

এই নব্য আবিষ্কৃত ক্ষুদে বামনগুলো (Hobbit) বিজ্ঞানীদের জন্য এক বিশাল মাথাব্যথার কারন হয়ে দাড়িয়েছে । এদের কারণে মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস নিয়ে তারা আবার নতুন করে ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন । এই যে এতদিন ধরে আমরা ভেবে এসেছি যে সাম্প্রতিক কালে আমরা ছাড়া মানুষের আর কোন প্রজাতি পৃথিবীতে ছিল না - এটি তো আর তাহলে সত্যি ঘটনা নয়। ইউরোপের নিয়ান্ডারথালদেরও (Neanderthal) নিয়ে বহু জল্পনা-কল্পনা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিজ্ঞানীরা একমত হয়েছেন যে তারাও আসলে আমাদের *homo sapiens* প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রায় ১৫০ থেকে ৩০ হাজার বছর আগে পর্যন্ত তারা একটি ভিন্ন প্রজাতি হিসেবে বিচরন করেছে পৃথিবীর বুকে। হয়তো আমরাই ইউরোপ দখল করে নেবার সময় তাদেরকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে বাধ্য করেছি। সে তো আবার ৩০-৪০ হাজার বছর আগের কথা, তারপর তো আর কারও সাথে আমাদেরকে এই পৃথিবী ভাগ করে নিতে হয়নি! কিন্তু এই বামন মানুষদের এতো সাম্প্রতিক কালে টিকে থাকার প্রমান মেলার পর বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করেছেন তাহলে হয়তো আরও কাছাকাছি সময়েও মানুষের একাধিক প্রজাতি টিকে ছিলো। সুপ্রাচীন কাল থেকে আমাদের সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, দর্শন যে মানুষকে একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রাণীর সিংহাসনে বসিয়ে রেখেছে সে ধারণাও তো তাহলে ভুলই ছিলো!

আবার এখানেই সমস্যার শেষ নয়, বিজ্ঞানীরা এতোদিন ধরে ভেবে এসেছেন যে মানুষের বিবর্তন ঘটেছে সরলরৈখিকভাবে, কয়েক মিলিয়ন বছর ধরে একধরনের

বানর-মানুষ (ape man) বিবর্তিত হতে হতে আমাদের এই বর্তমান প্রজাতিটি সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধারায়, বিভিন্ন সময়ে, বিচ্ছিন্নভাবেও মানুষ নামের বিভিন্ন প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে, যারা কিনা একই সময়ে পাশাপাশি হেটে বেড়িয়েছে এই পৃথিবীর মাটিতে।

আরেকটি বড় সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে এদের মস্তিষ্কের আকার এবং মাপ। এতদিন পর্যন্ত ধারণা করা হত যে বুদ্ধিমান প্রানীদের মস্তিষ্ক একটি নির্দিষ্ট মাপের হতে হবে, কিন্তু এই খর্বকায় বামুনেরা শিম্পাঞ্জী সাইজের ছোট মস্তিষ্ক নিয়েই অপেক্ষাকৃত জটিল এবং আধুনিক পাথুরে অস্ত্র বানিয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। তাহলে কি বুদ্ধিমান প্রাণী হওয়ার জন্য মস্তিস্কের মাপ কে যতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হচ্ছিল, আসলে তেমনটি নয়?

ফ্লোরস এলাকার মানুষেরা এখনও ক্ষুদে বামনদের ফিসফিস করে কথা বলার গল্প বলে, যাকে এতদিন রূপকথা বলে উড়িয়ে দেওয়া হত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এধরনের ক্ষুদে মানুষের গল্প শোনা যায়। তাহলে কি এমন হতে পারে যে এগুলো শুধু আমাদের বানানো কাল্পনিক উপকথাই নয়, অতীতে কোন সময়ে হয়তো আমরা সত্যিই এই ভিন্ন প্রজাতির সংগীদের সাথে পাশাপাশি একসাথে বসবাস করেছি, তারই স্মৃতি হিসেবে আমাদের পূর্বপুরুষদের মুখে মুখে বলা সত্যি গল্পগুলো রয়ে গেছে আমাদের মাঝে অদ্যাবধি?

References:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3960001.stm

http://www.nature.com/news/specials/flores/index.html

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3948165.stm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/3964579.stm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3431609.stm